জা ৷ র্মা ৷ ন

একাকিত্বের প্রবাস

জীবন এখানে মুক্ত, স্বাধীন। যেমন খুশি বাঁচো। কিন্তু একসময় একাকিত্ব প্রবলভাবে আক্রান্ত করে

লিখেছেন জার্মান থেকে **মামুন**

প্রবাসে পা রাখার পর সবসময়ই মন টানে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি। দিনের বেশিরভাগ সময়ই চোখের সামনে ভেসে ওঠে রেখে আসা প্রিয় মুখগুলো। এখনও ভেবে ভেবে পুলকিত হই কি ছিল সেই ফেলে আসা দিনগুলো। প্রিয়তমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা, জীবনের রঙিন সুতোয় গাঁথা রঙবেরঙের স্বপ্ন দেখা আরও কতো... কতো কি। অনেক চড়াই-উতরাই পার করে যখন লুকোচুরির সমাধা ঘটিয়ে পারিবারিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম, ঠিক তারই দেড় বছরের মাথায় হঠাৎ সুযোগ পেয়ে এই পাশ্চাত্যের দেশে আগমন। তখন প্রাণপ্রিয় স্ত্রী লিপি ও আদরের ধন নীলিমাকে ফেলে আসতে হয় জন্ম-মৃত্যুর এক কঠিন হিসাবের সমীকরণে। কারণ তখন নীলিমার পৃথিবীর মুখ দেখতে আরও প্রায় তিন মাস বাকি। এরই মাঝে সময়ের সাথে সাথে পরিচিত হতে থাকি পাশ্চাত্যের কালচারের সঙ্গে। আর ভাবি- এই কিনা উন্নত বিশ্ব, উন্নত জীবন? কারণ এরা পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসবাসে অভ্যস্ত নয়। ১২/১৩ বছরের ছেলেমেয়ের বন্ধু বা বান্ধবী না জুটলে মা-বাবা উদ্বিগ্ন থাকেন। স্কুল জীবনেই এরা স্থান, কাল না ভেবে অবাধে সেক্স করে। নেশার যাবতীয় শিক্ষা স্কুল জীবনেই নিয়ে নেয়, হোক সে ছেলে অথবা মেয়ে। ১৮ বছর হলেই এরা স্বাধীন, তখন এরা ঘর ছেড়ে চলে যায় বন্ধুর হাত ধরে। এরপরই আমৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে বন্ধুর পরিবর্তন। সাধারণত ৩০/৩৫ বছরে মা-বাবা হয়, তারপর অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মায়েরা চিরকালই থেকে যায় কুমারী মা হিসেবে। বৃদ্ধ হয়ে গেলে বছরের বিশেষ দিনগুলোতেই শুধু ছেলেমেয়েরা বাবা-মার খোঁজ-খবর নেয় যা কিনা খুবই দুঃখজনক। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে, যা কিনা খুবই কম চোখে পড়ে। অনেক বৃদ্ধই দুঃখ করে বলে এটা কোনো জীবন না, এরচেয়ে কুকুরের জীবন অনেক ভালো। যার দরুন তারা মধ্য বয়সে বিভিন্ন চিন্তায় ও একাকিত্বের জন্য হয়ে যায় পুরোপুরি 'পোনা' যার অর্থ মাদকাসক্ত। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার, বর্তমানে কিছুকিছু বাঙালিও আধুনিক জীবনের নামে এই ফাঁদে পা ফেলছে। যাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান স্টাইলে। তারা আদৌ বলতে পারবে না কি তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের পরবর্তী বংশধররা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? আল্লাহর অশেষ রহমতে এরই মাঝে ইউরোপে স্থায়ীভাবে থাকার বৈধতা পেয়ে যাই এবং কালবিলম্ব না করে ছুটে যাই মাতৃভূমিতে। ফিরে যাই মায়ের আঁচল তলে, ডুবে যাই স্ত্রী-কন্যা, বাবা-ভাই-বোনের ভালোবাসায়। বাস্তব বড় কঠিন, তাইতো আবারও ফিরে আসতে হয়েছে যান্ত্রিক জীবনে। কিন্তু সবসময়ই মন পড়ে থাকে আমার 'সোনার বাংলায়'। জীবনের প্রয়োজনে রোবটের মতো কেটে যাচ্ছে একাকিত্বের জীবন। প্রহর গুনি আবার কবে প্রিয়জনদের সেই মুখ দেখব যাদের ভালোবাসাকে হৃদয়ে নিয়ে আজও স্বপ্ন দেখি সুন্দরের।

জীবন এখানে এমনই

ডে ৷ ন ৷ মা ৷ র্ক

ইতিহাসের সংরক্ষণ

ইতিহাসের সংরক্ষণের তাগিদেই প্রতিকৃতি স্থাপন প্রয়োজন। বাইরের দেশে বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি হরহামেশাই চোখে পড়ে

উন্নত বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা আছে। এর মূল কারণ ইতিহাসের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যেন নতুন প্রজন্ম সঠিকভাবে জানতে পারে এবং তাদের চিরস্মরণীয় করে রাখাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অতীতে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী থাকতো পাঠ্যসূচি হিসেবে। বর্তমানে তা সেভাবে নেই। এখন যদি দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় আসাদগেট কেন নামকরণ করা হয়েছে বা এই আসাদ অথবা ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে থাকে এমন কোনো ছাত্রকে ফজলে রাব্বী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তেমন কোনো সদুত্তর হয়তো পাওয়া যাবে না। আমার দেখা বিগত সরকারের সময় কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। এটা সত্যিই একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিলো। হয়তো তাদের পরিকল্পনাও ছিলো আরো প্রতিকৃতি স্থাপনের। তাই বর্তমান সরকারের কাছে অনুরোধ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই কোমলমতি শিশু-কিশোর ও যুবকদের অতীত ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচিত করার সঙ্গে প্রতিটি আবাসিক হল যেমন- মুহসীন হল, এস.এম হল, ফজলে রাব্বী হল, জহুরুল হক হল, মুজিব হল, জিয়া হল, তিতুমীর হল সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, আসাদগেটসহ এমন প্রতিটি রাজপথ যা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা আছে তাতে প্রতিকৃতিসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করে স্থাপন করা হোক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও জানি না পলাশী মোড়কে কেন পলাশী মোড় নামকরণ করা হয়েছে? এখানেও সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিহাস লিখে রাখা প্রয়োজন। এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাসের অল্পবিস্তর হলেও জানতে সাহায্য করবে। নয়তো আগামী ২০ বছর পর এরা আমাদের এই নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা, অপরিচিত হয়ে শুধু নামসর্বস্ব হয়েই থেকে যাবে।

জাহিদুল ইসলাম মিঠু, ডেনমার্ক

সি ঙ্গা পু র

সিঙ্গাপুরের চিঠি

কয়েকদিনের ছুটি। সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শুরু হলো টেনশন

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের স্কলারশিপ নিয়ে সিঙ্গাপুর আসা। দিনটা ছিলো ২০০১ সালের ২৯ ডিসেম্বর। বেলা তখন প্রায় তিনটা। মিটার লাগানো ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রায় চারটার সময় ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন অফিসে পৌঁছলাম। কিন্তু হায়! আজ যে শনিবার। অর্ধ কর্মদিবস। সব অফিস একটার সময়েই ছুটি হয়ে গেছে। মরুভূমির খাঁ-খাঁ। গার্ড পোস্টে খবর নিয়ে জানলাম, পরদিন অর্থাৎ রবিবার সাপ্তাহিক পূর্ণদিবস ছুটি। এর পরের দুই দিন অর্থাৎ ৩১-১২-২০০১ ও ০১-০১-২০০২ নববর্ষের ছুটি। ভার্সিটি খুলবে ২ তারিখে। এই তিন-চার দিন কি করবো, কোথায় যাবো? চিন্তায় মাথা ঘুরতে লাগলো। রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে কিছু দূরেই ইউসুফ হল। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ঠিকানা। এক পাশে সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা Canteen No.4। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। নববর্ষের ছুটি কাটাতে সবাই আগেভাগেই চলে গেছে নিজ নিজ গন্তব্যে। ছাত্র-ছাত্রীরাও নেই। হলের নিচের লবিতে পাশে গাট্টি-বোচকা নিয়ে সোফার ওপরে পা তুলে বসে আছি। প্রায় বিশ-পঁচিশটা সোফা। সাধারণত দুপুরে খাবার পরে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে বসে বিশ্রাম নেয়। আমি বসে বসে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কি হবে? ঠিক এ সময়ে আমার পরিত্রাণকারী সেই ফেরেস্তা আবির্ভূত হলেন। ঠিক ফেরেস্তা নয়। বলা যায় মানুষরূপী ফেরেস্তা। তার নাম আব্দুর রহিম। সিঙ্গাপুরিয়ান মুসলিম। ভাঙা ভাঙা তবে কাজ চালানোর মতো ইংরেজি বলতে পারেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি ভার্সিটির ভেতরেই বর্তমানে কন্সট্রাকশনের কাজ করছেন। আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে বললেন, কাম উইথ মি বলেই তিনি আমাকে এবং আমার ব্যাগ টানতে টানতে নিয়ে গেলেন কাছেই এক মসজিদে। মসজিদের কেয়ারটেকার একরামুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। একরামুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় হলো। খুলনার অধিবাসী একরামুল ইসলাম এই মসজিদেরই কেয়ারটেকার। তাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। একরামুল ইসলামের রান্না করা খাবার খেয়ে মসজিদেই রাত কাটালাম।

২ তারিখ যথারীতি ভার্সিটি খুলল। রেজিস্ট্রেশনের ঝামেলা শেষ করে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আমার নির্ধারিত সুপারভাইজার Dr. Leon Lai Peng-এর সঙ্গে দেখা করলাম। ইংল্যান্ডের লিডস ইউনিভার্সিটি থেকে Phd করা এই চায়নিজ ভদ্রমহিলা খুবই আন্তরিক। কথায় কথায় হাসেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সহকারী সুপারভাইজার Dr. Ryan P.A. Bettens-এর অফিসে। পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় পোস্ট ডক্টরেট সমাপনকারী অস্ট্রেলিয়ান এই ভদ্রলোক খুবই দিলখোলা টাইপের। তারা দু'জন মিলে আমার থিসিসের বিষয় ঠিক করলেন যা খাদ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া। খাদ্য নিয়ে গবেষণা।

Md. Abul Haider Shipar, Graduate Research Scholar, Dept. of Chemistry , National Univ. of Singapore , Singapore 117543, scip1330@nus.edu.sg

টো কি ও

রোবটের অফিসিয়াল নিয়োগ

এই প্রথমবারের মতো কোনো রোবটকে নিয়োগপত্র দেয়া হলো

টোকিওর National Museum of Emerging Science and innovation এ বছর তাদের মিউজিয়ামে ক'জন নতুন স্টাফ নিয়োগ করেছেন। এই নিয়োগে একটি ব্যতিক্রম আছে, ASIMO নামের একটি রোবট 'মিউজিয়াম গাইড' পদমর্যাদায় অফিসিয়াল নিয়োগ পেয়েছেন। পৃথিবীতে এই প্রথম কোনো রোবটের নিয়োগ। সাবেক নভোচারি এবং বর্তমান কিউরেটর মামোরু মোরি একটি অনুষ্ঠানে আসিমোকেতার নিয়োগ পত্র হস্তান্তর করেন এবং বলেন, 'আপনাকে একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হলো। এখন থেকে আপনাকে দর্শকদের মিউজিয়াম বিষয়ক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে'। আসিমোর তাৎক্ষণিক জবাব 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো এবং একজন সফল গাইড হয়ে উঠবো বলে অঙ্গীকার করছি।' হোন্ডা মোটর কোম্পানির ২০০০ রোবটের নির্মাণ সারা বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। মিউজিয়ামের তৃতীয় তলায় রোবট সেকশনে আসিমোর অবস্থান।

ইয়াজদান হক ইনান
টোকিও, জাপান, Yazadan enan@ docomo.nijp

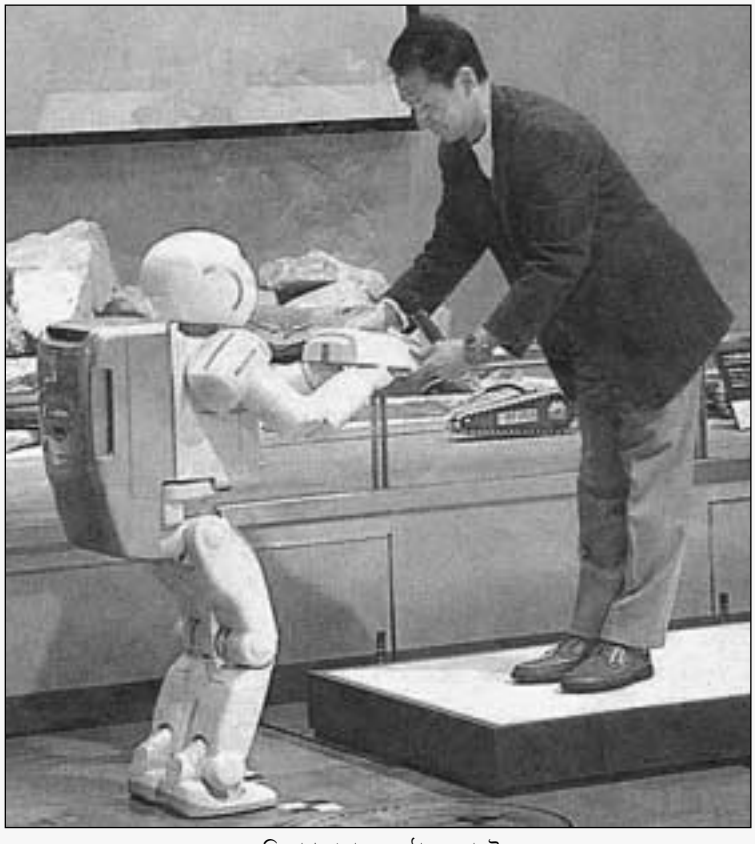

নিয়োগ প্রদান অনুষ্ঠানে রোবট

না । গো । য়া

জীবনের প্রতি মানবতা

মানবিক ব্যাপারটা জাপানিজদের প্রবলভাবে রয়েছে । জীবনের মূল্য ওদের কাছে অনেক বেশি

এতদিন জেনে এসেছি জাপানিরা দুনিয়ার স্বার্থপর জাতির মধ্যে অন্যতম। নিজের স্বার্থের জন্য শুধু মুখে মুখেই 'হাই, হাই' করে মাথানত করা। তারপরও তাদের ভেতর এমন কিছু আছে যা ওসব অপবাদকে ম্লান করে দেয়। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। আমার ভায়রা ভাই শহীদুল ইসলাম বাবুল। জাপানে বাবুল ভাই নামেই পরিচিত। টোকিওতে একটি রেস্টুরেন্ট কোম্পানিতে কাজ করেন। ঐ এলাকাতে আমিও অনেক দিন ছিলাম। বাবুল ভাইয়ের সঙ্গে প্রায়দিনই টেলিফোনে আলাপ হতো। প্রায়ই বলত তার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। শরীর ভালো যাচ্ছে না। অথচ টেলিফোনে বলতো ডাক্তার দেখাব। বাস্তবে অবহেলা করে যেত। দিন দিন শরীর শীর্ণকায় ও ওজন কমে যাচ্ছিল। শুনে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম এবং তাকে প্রচণ্ড বকাঝকা করে তার সহকর্মী শরীফ ভাইকে দিয়ে একটা ক্লিনিকে চেকআপ করালাম। ডাক্তার তো হতবাক– শরীরের অবস্থা খুব খারাপ– হেপাটাইটিস, লিভারে সমস্যা। দ্রুত তাকে হাসপাতালে রেফার করলো। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে আসার পর আরও একবার ডায়াগনোসিস। বড় ডাক্তার বলল, তোমাকে এক্ষুণি ভর্তি হতে হবে অথবা নির্ঘাত মৃত্যু। বাবুল ভাই বলল, আমি এতো টাকা পাব কোথায়। ভর্তি হলে প্রতিদিন দরকার হবে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। তাছাড়া কমপক্ষে ২/৩ মাস থাকতে হবে। বাবুল ভাই ডাক্তারকে বলল, আমি এতো টাকা কোথায় পাব ? ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, টাকার প্রশ্ন না, তোমার জীবনের প্রশ্ন এবং আমাদের বড় দায়িত্ব তোমাকে সুস্থ করা। ডাক্তার তাকে ভর্তি করালেন এবং Social Wellfare Ministry-তে যোগাযোগ করে ঐ বিভাগের ওপর তার চিকিৎসার আর্থিক দায়িত্ব অর্পিত করলেন। যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ না হবে ততদিন তাদের দায়িত্বে হাসপাতালে থাকবে। দীর্ঘ দু'মাস তাকে হাসপাতালে থাকতে হল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ করে তাকে রিলিজ দেয়া হল। তারপরও প্রতি মাসে একবার করে তাকে চেকআপ করতে যেতে হবে। এখন চিন্তা করুন, প্রতিদিন ২০/২৫ হাজার টাকা করে দু'মাসে কত টাকা খরচ করেছেন। এখন এই টাকা বাবুল ভাই তার সাধ্য অনুযায়ী মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। অথচ বাংলাদেশের রোগীদের কথা চিন্তা করুন। তাই ধন্যবাদ জাপানের ঐ হাসপাতালের ডাক্তারকে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে।

Faruk-uzzaman, Nagoya, Japan

সা । ফা । ত

পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ

আলম চান্নার পর সাব্বিরই এখন পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ। অনেক রাষ্ট্রপ্রধানগণও আগ্রহী হন তার সঙ্গে ছবি তুলতে

সম্প্রতি বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ গোলাম সাব্বির। দুবাই, সিরিয়া, জর্দান, তুর্কি, কাতার, বাহরাইন, সৌদি, মিশর ভ্রমণ শেষে তিনি কুয়েতে এলেন সাতজন সফরসঙ্গী নিয়ে। গোলাম সাব্বির পাকিস্তানের চিনট স্টেটের মোহাম্মদ ফকিরের দুই ছেলের মধ্যে ছোট। ১৯৮৩ সালে সাব্বির কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া তার কাছে মোটেও পছন্দ হতো না বরং তিনি তার পিতার সঙ্গে মাঠে কাজ করতেই বেশি পছন্দ করতেন। আশির দশক থেকে ১৯৯০-এর কিছু পর পর্যন্ত শোনা যেত আলম চান্না পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ। এরপর আলম চান্নার মৃত্যুর পর এখন সাব্বিরই সবচে' লম্বা মানুষ। আলম চান্নার সফরসঙ্গী এবং ম্যানেজার আমিরউদ্দিনই এখন সাব্বিরের ম্যানেজার হিসেবে সরকারিভাবে নির্ধারিত হয়েছে। সাব্বিরের কাছে কেউ কোনো প্রশ্ন ইংরেজি, আরবী, বাংলা এমনকি হিন্দি, উর্দুতে জানতে চাইলে তিনি তার ম্যানেজার আমিরউদ্দিনকে দেখিয়ে দেন। আমিরউদ্দিনও বেশ কয়টি ভাষা খুব ভালোভাবে জানে। কারণ তার জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার খালিশপুরের হাউজিং সেকশনে। সাব্বিরের কাবলি পোশাকটি তৈরি করতে লেগেছে ১৬ মিটার বা ১৭ গজ কাপড়। এর কমপ্লিট ড্রেস বানাতে লাগে ১০ মিটার বা ১১ গজ (প্রায়) কাপড়। এর পায়ের জুতা ২০ ইঞ্চি, লম্বা সাড়ে ৮ ইঞ্চি চওড়া। উচ্চতা ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ কেজি। সৌদির ক্রাউন প্রিন্স সাব্বিরকে নগদ ৫০ হাজার রিয়াল দিয়েছেন এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে পবিত্র মক্কা শরিফের হেরেম শরিফের দরজা খুলে ভেতরে নামাজ পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন যা পৃথিবীর মাত্র কয়েকজন মানুষই এ সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়াও তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রথমত ঐ দেশে ভ্রমণ করতে গেলে সম্পূর্ণ গ্রুপটি ৭৫% ছাড় পায় এয়ার টিকেটের ক্ষেত্রে, মাত্র ২৫% মূল্য দিয়ে। এরা ঐ দেশে যাওয়ার পূর্বে তাদের (সরকার)কে জানিয়েই প্রবেশ করে এবং সাধারণের মতোই ভিসা নিয়ে কিন্তু এদের প্রতি এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকেন স্ব স্ব দেশের রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ। প্রচার হয় সাপ্তাহিক, দৈনিক সংবাদপত্রে, টিভি মাধ্যমে এই মানুষটিকে দেখানো হয় নানাভাবে। কুয়েত ভ্রমণ শেষে সাব্বিরের দলটি ভ্রমণে যাবে ইউরোপের প্রায় দশটি দেশে।

সাব্বিরকে দেখতে ভিড় করে অনেকেই

Jahangir Hossen Bablu, Post Box No- 23054, Code No- 13091
Safat, Kuwait, E- mail : jahangir_bablu@hotmail.com